দৈনিক চাঁদনী বাজার 114

তাং ০৪/০৬/৯৯ খৃঃ

জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর জালঃ কর্মকান্ডে অনিয়ম

নাগেশ্বরী-কুঠিপায়ড়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সরকারী বেতন বন্ধ

নাগেশ্বরী থেকে খলিলুর রহমান ॥ নিয়োগে অনিয়ম, অদক্ষতা, কুড়িগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসের স্বাক্ষর জালকরার অভিযোগে নাগেশ্বরী-কুঠিপায়ড়া ডাঙ্গা দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষকের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধসহ নবম ও দশম শ্রেণীর একাডেমীক স্বীকৃতি প্রত্যাহারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে প্রকাশ, কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী থানার কুঠিপায়ড়া ডাঙ্গা দ্বিমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ছামছুল আলমের নিয়োগে অনিয়ম, অদক্ষ, জেলা শিক্ষা অফিসার কুড়িগ্রাম এর স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রংপুর অঞ্চল, রংপুর উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সামছুল আলমের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধ সহ তাকে বরখাস্ত করনের বিভাগীয় নির্দেশ প্রদান করেন। সেই সাথে কুড়িগ্রাম জেলা শিক্ষা অফিসারের স্বাক্ষর জাল করে প্রতিবেদন দাখিল করতঃ নবম ও দশম শ্রেণী অনুমোদন করা হয়েছে এ কারনে নবম ও দশম শ্রেণীর তিনজন সহকারী শিক্ষকের বেতনের সরকারী অংশ বন্ধের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। (যাহার পত্রের স্বাক্ষর নং ১০১৩/স/৩, তারিখঃ- ১৮/০৬/৯৬ইং)। উল্লেখিত পত্রের আলোকে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী উক্ত বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর একাডেমীক স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেন, (যার স্মারক নং-২/এস/৭৬১/২৩৪৪, তারিখ ঃ ১৫/৯/৯৭ইং।

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রধান শিক্ষক মোঃ সামছুল আলম স্থায়ীভাবে এর কোন সমাধান না করে

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

নাগেশ্বরী-কুঠিপায়ড়া

বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহীর উল্লেখিত পত্রের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা দ্বিতীয় সাবজজ আদালত, কুড়িগ্রামে বিদ্যালয় পরিদর্শক, রাজশাহী বোর্ডকে ১নং বিবাদী করে মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে ২৩/৯৭ নং অন্য মোকর্দ্দমা দায়ের করেন।

উক্ত মোকর্দ্দমাটি দোতরফা সূত্রে দীর্ঘ শুনানীর পর মোকর্দ্দমার বাদী প্রধান শিক্ষক সামছুল আলম মোকর্দ্দমা প্রমানে ব্যর্থ হয়ে গত ৫/১১/৯৮ইং পরিচালনার অভাবে মোকর্দ্দমা তুলে নিতে বাধ্য হন। এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজশাহী বোর্ড এর উল্লেখিত পত্রের আদেশকে সঠিক বলে মেনে নেন।

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর একাডেমীক স্বীকৃতি প্রত্যাহার হওয়া সত্ত্বে ভুয়া প্রধান শিক্ষক প্রতারনামূলক ভাবে আদালতের আদেশ অমান্য করে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক রাজশাহী বোর্ড, এর স্বাক্ষর জাল করে স্বহস্তে লিখিত প্রবেশ পত্রের মাধ্যমে এস এস সি/৯৯ইং ১৫ জন ছাত্র/ছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

উল্লেখ্য রাজশাহী বোর্ড কর্তৃক নাগেশ্বরী ডি এম একাডেমী পরীক্ষা কেন্দ্রে এস এস সি/৯৯ইং সালের ছাত্র/ছাত্রীর যে চুড়ান্ত তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে উক্ত তালিকায় কুঠি পায়ড়াডাঙ্গা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র/ছাত্রীর নাম বা রোল নং প্রেরণ করা হয়নি।

এতদ বিষয়ে বিদ্যালয়ের সভাপতি নাগেশ্বরী থানা নির্বাহী কর্মকর্তাকে গত ১২/৫/৯৯ইং লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে এবং ভুয়া প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ সহ প্রধান শিক্ষকের সাথে যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এ জালিয়াত চক্রের হাত থেকে বিদ্যালয়টি রক্ষার জন্য এলাকাবাসী শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করছেন।